মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
এবং
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর শুভেচ্ছা

নবপর্যায় : ২য় বর্ষ, দশম সংখ্যা, মার্চ ২০২২

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদত্ত জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশংসাপত্র

জাপান ও বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে দুই যুগ ধরে অনন্য ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ জাপান সরকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে অভিনন্দিত করেছে। বাংলাদেশস্থ জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের হাতে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোনো প্রেরিত এই প্রশংসাপত্র তুলে দেন।

表彰状

独立戦争博物館殿

貴団体は日本とバングラデシュとの相互理解の促進に尽力されもって我が国と諸外国との友好親善に寄与しその功績顕著なものがありますここに深甚なる敬意を表するとともに表彰します

令和元年七月二十三日

外務大臣 河野太郎

Provisional Translation

CERTIFICATE OF COMMENDATION

Minister for Foreign Affairs of Japan Extends his deepest regards to Liberation War Museum in recognition of its distinguished service in contributing to promoting mutual understanding between Japan and Bangladesh and friendly relations between Japan and other nations.
Awarded on July 23rd, 2019

KONO Taro
Minister for Foreign Affairs of Japan

কোরিয়াস্থ ইউনেস্কোর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডকুমেন্টারি হেরিটেজ প্রকাশিত

মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্লড ফিল্ড উইথ কালার

আলোচনা অনুষ্ঠান

৭ মার্চ ২০২২

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্বজনীন তাৎপর্যের জন্য ইউনেস্কোর অনন্য স্বীকৃতি লাভ করে। কোরিয়াস্থ ইউনেস্কোর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডকুমেন্টারি হেরিটেজ প্রকাশিত, 'মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড ফিল্ড উইথ কালার' শীর্ষক গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। নবীন পাঠকদের জন্য প্রকাশিত এই গ্রন্থে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার আলোকে নয়টি মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড স্মারক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশনা উপস্থাপনার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গত ৭ মার্চ ২০২২ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক জনসভাটি ছিল ব্যতিক্রমী, কারণ সারা দেশ থেকে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সাধারণ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক কাজেই বিচ্ছিন্নতাবাদি নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি তাই সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, কিন্তু ইউনোস্কোর যে স্বীকৃতি পত্র সেখানে বলা হয়েছে যে কার্যত তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। গ্রন্থটির সহসম্পাদক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন দিনটি খুবই তাৎপর্যময়, কারণ অসংখ্য মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড স্মারক রয়েছে যেখান থেকে মাত্র ৯টি বাছাই করে এখনকার প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে যার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণটি অন্যতম। আইসিডিএইচ কেবল গ্রন্থ প্রকাশ করেনি, প্রতিটি স্মারকের যৌক্তিকতা ব্যখ্যায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে তার সামঞ্জস্যও তুলে ধরেছে। ইউনেস্কো ঘোষণা উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, এসডিজির সাথে সম্পৃক্ততার কারণে ভাষণটি অনন্য মাত্রা পেয়েছে, কারণ এসডিজি ভবিষ্যত-মুখি, তাই মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড ফিল্ড উইথ কালার গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ব্যখ্যায় বলা

৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বঙ্গবন্ধুর জাপান সফর

বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনী

১৯৭৩ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাপান সফরের পঞ্চাশটি দুর্লভ আলোকচিত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শশালায় আয়োজিত হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জাপান সফর ১৯৭৩' শীর্ষক ব্যতিক্রমী আলোকচিত্র প্রদর্শনী। জাপানি চিত্রগ্রাহকদের তোলা ইতোপূর্বে অদেখা পঞ্চাশটি ছবি প্রদান করেছে জাপান দূতাবাস। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যথাযথভাবে কিউরেশন ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেয়। জাপান-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাস এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত এ প্রদর্শনী ১০ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চলবে। রবিবার বন্ধ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

প্রদর্শনীর উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন বাংলাদেশস্থ জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'এই দুর্লভ আলোকচিত্রগুলো গত ৫০ বছর ধরে সংরক্ষণ করায় আমি জাপান সরকার ও জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানাই। চলতি বছর আমরা জাপান-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ
‘মেমোরী অব দ্যা ওয়ার্ল্ড’ প্রকাশনা ও বিশেষ প্রদর্শনী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে কোরিয়াস্থ ইউনেস্কো ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডকুমেন্টারি হেরিটেজ প্রকাশিত সচিত্র গ্রন্থ ‘মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ফিল উইথ কালার’-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশস্থ ইউনেস্কোর প্রতিনিধি বিয়াত্রিস কালডুন এবং সাবেক মূখ্য সচিব ও মূখ্য সমন্বয়ক এসডিজি মো: আবুল কালাম আজাদ।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। ‘মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড’ গ্রন্থ সম্পর্কে ধারণা দেন গ্রন্থটির অন্যতম সহসম্পাদক ও ট্রাস্টি মফিদুল হক। প্রকাশনা অনুষ্ঠান শেষে জয়িতার কণ্ঠে পরিবেশিত হয় মুক্তির গান।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সাবেক মূখ্য সচিব মো: আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু সেদিন কৌশলগতভাবে স্বাধীনতার ডাক না দিয়েও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এগারো হাজার শব্দের কিছু বেশি ভাষণটি বঙ্গবন্ধুর হৃদয় হতে উৎসারিত হয়েছিল। সাড়ে সাতকোটি বাঙালির নেতা হয়ে বঙ্গবন্ধু সেদিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন *দাবায়ে রাখতে পারবা না* সত্যিই বাঙালিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।’

স্বাগত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, ‘আজকাল যেসব জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ৭ই মার্চ উনিশশো একাত্তরের জনসভাটি ছিলো তার থেকে ব্যাতিক্রম। সেখানে শুধু ঢাকা মহানগরীর নয় সারাদেশ থেকে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে যোগদান করেছিলেন। ইউনেস্কোর সংসাপত্রের ধারণা মতে সেদিনের সমাবেশে ১০ লক্ষ মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে সমবেত হয়েছিলেন। জনসভায় যোগদানের সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। তখনকার পরিস্থিতিতে এটি একটি ব্যাতিক্রমী ভাষণ। কারণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রচণ্ড চাপ ছিলো উনি যেন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অথচ তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দায় নিতে চাননি। বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান জানিয়েছিলেন। ৭ই মার্চের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে বঙ্গবন্ধু সাধারণ রাজনীতিবিদ ছিলেন না; তিনি একজন রাষ্ট্রনায়কের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।’

এসডিজি যেমন দূরদর্শী লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনি ৫১ বছর পরেও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের প্রাসঙ্গিকতা একইভাবে বিদ্যমান। এই ইন্টারঅ্যাকটিভ বইয়ের মাধ্যমে ইউনেস্কো, আইসিডিএইচ তরুণ প্রজন্মের সামনে ৭ই মার্চের ভাষণকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছে।

গ্রন্থ প্রণয়নে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং সহ সম্পাদক হিসেবে আমার যুক্ত থাকা সম্মানের উল্লেখ করে মফিদুল হক আইসিডিএইচ এর গবেষণা বিভাগের প্রধান সিউং চিউল লী এবং মেমোরি অব দ্যা ওর্য়াল্ড গ্রন্থের সম্পাদক আনজি কিম এবং তার টিমের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড গ্রন্থটির প্রকাশনা অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশস্থ ইউনোস্কোর প্রতিনিধি বিয়াত্রিস কালডুন বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষণ স্মরণে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ৭ই মার্চ ২০২২ সোমবার শুরু হওয়া প্রদর্শনীটি আগামী ১৭ মার্চ পর্যন্ত চলবে।

‘বিশ্বজুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ভাষণ’ শিরোনামের এ প্রদর্শনীটিতে মোট ৭৩টি স্মারক প্রদর্শিত হচ্ছে যার মধ্যে পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী ৪৯টি। পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীর মধ্যে সংবাদ, আজাদ, ইত্তেফাক, স্বরাজ, দ্যা সানডে পিপলস, দ্যা পিপলস, পাকিস্তান অবজারভার, দ্যা সান, মর্নিং নিউজ, গার্ডিয়ান, নিউ ইর্য়ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোষ্ট, ডেইলি টেলিগ্রাফ, টাইমস, জাপান টাইমস, নিউজ উইক, আসাহি ইভিনিং নিউজ ও মাঞ্চি ডেইলির দুর্লভ কপি প্রদর্শিত হচ্ছে। অন্যান্য প্রদর্শিত স্মারকগুলো হচ্ছে দলিলপত্র, ডায়েরি ও ডকুমেন্টস ৯টি, আলোকচিত্র ৫টি, ভিডিও ১টি, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ৮টি।

প্রদর্শিত স্মারকসমূহের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ স্মারকগুলো হলো– ৭ই মার্চ সন্ধ্যায় বিদেশি সাংবাদিকদের আওয়ামী লীগ প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ইউনেস্কো কর্তৃক মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড স্বীকৃতি প্রদানের সার্টিফিকেট ও দলিল, সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ ‘মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ফিল উইথ কালার’ গ্রন্থের প্রচ্ছদ, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষণের উক্তি সমূহ, ৭ই মার্চ ভাষণের প্রত্যাক্ষদর্শী মুক্তিযোদ্ধা আইয়ুব বিন হায়দার-এর ভাষ্য একটি মনিটরে উপস্থাপন করা হয়েছে। কয়েকটি পাঠ উপযোগী উপকরণ স্পাইরাল এবং ই-বুক আকারে একটি টাচ-স্ক্রিনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রদর্শনী পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশস্থ ইউনেস্কো প্রতিনিধি মিস বিয়াত্রিস কালডুন মন্তব্যে লেখেন–

Congratulations to this wonderful publication which will be a useful learning material for the young generation of Bangladesh.

Beatrice Kaldun
UNESCO
7 March 2022

-আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে বিভাগ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ৩৮তম নেটওর্য়াক শিক্ষক সম্মিলনী

গত ২৬ ফ্রেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে জামালপুর এবং শেরপুর জেলার শিক্ষকদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ৩৮তম নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলনীতে জামালপুর জেলার ৫টি ও শেরপুর জেলার ৩টি প্রতিষ্ঠানের মোট ১৪ জন শিক্ষক প্রতিনিধি সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জামালপুর থেকে আরও ৮টি এবং শেরপুর থেকে ২১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট ৫৮ জন শিক্ষক জুম সংযোগের মাধ্যমে অনলাইনে সম্মিলনীতে যুক্ত হন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক-এর সঞ্চালনায় সকাল দশটায় সম্মিলনীর কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই তিনি নেটওর্য়াক শিক্ষকদের জাদুঘরে স্বাগত জানান। এরপর সত্যজিৎ রায় মজুমদার, ব্যবস্থাপক, শিক্ষা ও প্রকাশনা বিগত বছরগুলোতে জামালপুর-শেরপুর জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

সম্মিলনীতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। জামালপুর ও শেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংগ্রহ ও সংরক্ষণে পর্যাপ্ত গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি শিক্ষকদের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহবান জানান। পাশাপাশি জামালপুর আঞ্চলিক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে তিনি স্থানীয় শিক্ষক ও গবেষকদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করেন।

জামালপুর সদরে নির্মাণাধীন জামালপুর আঞ্চলিক জাদুঘরের পরিকল্পিত গ্যালারির থ্রিডি চিত্র প্রদর্শন করেন আমেনা খাতুন, কিউরেটর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তার উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে আগত শিক্ষক, গবেষক ও অংশীজনরা নির্মিতব্য জাদুঘর বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন।

এরপর জামালপুর ও শেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনায় মানচিত্রের ব্যবহার বিষয়ে আলোকপাত করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ড. দারা শামসুদ্দিন ও সহযোগী অধ্যাপক রেজাউল রনি।

জামালপুর এবং শেরপুর জেলায় সংঘটিত যুদ্ধ ও গণহত্যা প্রসঙ্গে ট্রাস্টি মফিদুল হক এই অঞ্চলে সংঘটিত যুদ্ধের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘১৯৭১ সালে জামালপুর ও শেরপুর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জামালপুর গ্যারিসনে শক্ত অবস্থান নিয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী ৪ ডিসেম্বর ধানুয়া কামালপুর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তাদের পতন সূচিত হয়। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় যৌথবাহিনী কামালপুর যুদ্ধে বিজয় লাভ করে। শেরপুর মুক্ত হওয়ার পর যৌথবাহিনীকে জামালপুরের পথে অগ্রসর হতে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। তারা তড়িৎ গতিতে নৌকার সাথে নৌকা জোড়া দিয়ে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও ভারী যানবাহনসহ যৌথ বাহিনীকে ব্রহ্মপুত্র নদ পার করে দেয়। কল্পনাতীতভাবে যৌথ বাহিনীর এই অংশটি সর্বপ্রথম ঢাকা এসে পৌঁছায়।

চা বিরতির পরে আগত শিক্ষক, গবেষক ও জাদুঘর কর্মীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে জামালপুর এবং শেরপুর জেলার দুটি আলাদা বৈঠকে মিলিত হন। এ দুটি বৈঠকে জামালপুর এবং শেরপুর জেলার শিক্ষকরা তাদের স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, গণহত্যা, বধ্যভূমিসহ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন। উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে নানা স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথা। দুই জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ ও গবেষণায় এ যাবৎ কী কী স্থানীয় ও জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং সামনে আরও কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মানবিক কর্মকাণ্ডে নিরপেক্ষতা

প্যানেল আলোচনা: স্বাধীনতা ও মানবতার ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সম্প্রতি আয়োজিত 'মানবিক নীতি এখানে এবং এখন' প্রর্দশনীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশে মানবিক কর্মকান্ডে নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ও মানবতার ভূমিকা শীর্ষক প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশস্থ সুইজারল্যান্ড দূতাবাস, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্যা রেড ক্রস (আইআরসি) এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে এই প্যানেল আলোচনার আয়োজন করে।

১৭ ফ্রেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার আয়োজিত এই প্যানেল আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল বৈশ্বিক এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে মানবিক নীতি সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সমসাময়িক মানবিক সমস্যা-সংক্রান্ত ভাবনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়। এছাড়াও নিরপেক্ষতাসহ মানবিক নীতিসমূহের মূল বিষয়গুলোর ওপর সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বোঝাপড়া জোরদার করাও ছিল এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা মানবিক নীতির উৎস, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং আইসিআরসি, রেডক্রস, রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মাধ্যমে পরিচালিত মানবিক কর্মকান্ডের দিকসমূহ নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন। আলোচকরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মানবিক নীতির প্রয়োগ ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কীভাবে সাড়া দেয় এবং সেই সংকটকালীন সময়ে মানবিক নীতিগুলির প্রভাব সম্পর্কে আলোচকরা অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সংকটের প্রেক্ষাপটে মানবিক সংস্থা, দাতা সংস্থা এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রে মানবিক নীতিগুলি কীভাবে প্রয়োগ করা হয় সে সম্পর্কে আলোচকরা মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য প্রদান করেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, কিউরেটর আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে আমেনা খাতুন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতরের মহাপরিচালক মো: আতিকুল হক, পরিচালক নিতাই দে সরকার, ইউএন-এর সিনিয়র প্রটেকশন অফিসার সুভাষ ওয়াস্তি, ইউএনএইচসিআর এর অ্যাসিসন্টেট এক্সার্টানাল রিলেশনস অফিসার আরিফ রহমান।

-আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে বিভাগ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার

কবিতা পাঠ, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

'মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে মধুর মতো'। ভাষা মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম, মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। নিজ নিজ মাতৃভাষায় মানুষ নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করতে পারে অন্য কোন ভাষায় সেটা সম্ভব হয় না। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকল জাতি-গোষ্ঠীর ভাষার প্রতি সম্মান জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার কবিতা পাঠ, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান এবং বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালার প্রদর্শনী। সূচনা বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, ১৯৪৮ সাল থেকে ৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা যে আন্দোলন করেছিল তার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল। ভাষা-সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বৈপরিত্য নিয়ে কেবল ধর্মের মিল নিয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তানের দুই অংশ। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকে বাঙালিদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করে যাতে দ্বি-জাতি তত্ত্বটি সুরক্ষিত হয়। ডা. সারওয়ার আলী বলেন, দুঃখজনক বিষয় হলো তখন এদেশের মানুষের যে আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি হয়েছিল সেই সংকটের অবসান স্বাধীন বাংলাদেশেও হয়নি। আমরা কতটা বাঙালি, কতটা মুসলিম বা হিন্দু সেই দ্বিধাটি আজো গেলো না। তিনি আশা করেন তরুণ প্রজন্ম এই সংকট থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারবে। তিনি মনে করেন, যদিও এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলা বলে, পাশাপাশি রয়েছে অসংখ্য অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষ, বাংলাকে ভালো বাসলে, বাংলার বিকাশ চাইলে পাশের সংখ্যালঘু মানুষের ভাষা সংস্কৃতি বিকশিত করতে হবে। আলোচক অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, বাংলাদেশে বাঙালিরা ছাড়াও ৭৮ জাতিগোষ্ঠী আছে, তাদের সবারই ভাষা ছিল, যে ভাষার অনেকগুলিই হারিয়ে গেছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ম্রো সম্প্রদায়ের একটি লোককথার উল্লেখ করেন, ম্রোরা বিশ্বাস করে তাদের একটি বর্ণমালা ছিল, একজন ম্রো পণ্ডিত সেই বর্ণমালা পাতার মধ্যে লিখে নিয়ে যাচ্ছিলেন অন্য জায়গায়, পথে তিনি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে পাশে রাখা পাতাটি একটি গরু খেয়ে ফেলে। পণ্ডিত ঘুম ভেঙে পাতাটি পেলেন না, এটি রূপকথা, তবে ম্রোরা বিশ্বাস করে তাদের বর্ণমালা ছিল যা হারিয়ে গেছে। ঠিক এমনিভাবে পাকিস্তানিরাও বাঙলা বর্ণমালাকে শেষ করতে চেয়েছিল। বাংলাভাষা আরবী-উর্দু হরফে লেখার প্রচলন করার মধ্য দিয়ে, পাকিস্তানিদের সেই প্রচেষ্টা বাঙালি প্রতিহত করেছিল কারণ তারা বাংলা বর্ণমালা ধারণ করে, লালন করে। ঠিক এমনিভাবে অন্য জাতিগোষ্ঠীর লোকেরাও তাদের ভাষা ও বর্ণমালা ধারণ করতে চায়। মানুষের কাছে তার মাতৃভাষার চেয়ে প্রিয় আর কিছু হয় না। আমরা যেন সবার মাতৃভাষাকে সম্মান করতে পারি। তিনি মনে করেন মাতৃভাষায় শিশুদের শিক্ষা প্রদান জরুরি। কারণ, শিশু যে ভাষাতে কথা বলে সেই ভাষাতেই ভালো শিখতে পারবে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর দর্শক উপস্থিত ছিলেন। বাংলাসহ ১১টি ভাষায় কবিতা পাঠ করা হয়, সংগীত পরিবেশন করে গারো কালচারাল একাডেমি, নৃত্য পরিবেশন করে কালার্স অব হিল এর শিল্পীরা।

ভাষার নাম	কবিতার নাম	কবি/অনুবাদক	আবৃত্তি/পাঠ
বাংলা	কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী	রফিকুল ইসলাম
হাজং	মূল : আলজাল বাংলা : আলজাল	হাজং আশুতোষ রায় অনুবাদ : কবি নিজে	টুম্পা হাজং
চাঙমা	সিগুন কন্যা বাংলা : ওরা কারা	ত্রিজিনাদ চাকমা অনুবাদ : কবি নিজে	নিকোলাস চাকমা
গারো (মান্দি)	দারাংবা রঅংখো দিজিতনা মাঞ্জা বাংলা : পাথর সরাতে পারছে না কেউ	মতেন্দ্র মানখিন অনুবাদ : কবি নিজে	মতেন্দ্র মানখিন
দেশওয়ালী	কেইসনযে জাথ দিনুয়ান বাংলা : কেমন যেন যাচ্ছে দিনগুলি	রনজিত রবিদাস অনুবাদ : কবি নিজে	রনজিত রবিদাস
মনিপুরী	লম্মন তোল্লবনি ঐদিবাংলা ইমাগী মাফমদা বাংলা : ঋণী আমি বাংলা মায়ের কাছে	খোইরোম কামিনী কুমার অনুবাদ : কবি নিজে	চন্দ্রজিৎ সিংহ রুমিতা সিংহ
সাঁওতাল	বাংলা : আমরা এতটাই বড় হয়েছি	ইলিয়াস মুর্মু অনুবাদ : কবি নিজে	আদিত্য মার্ডি
ককবরক (ত্রিপুরা)	বাংলঅ হানি আরু বাংলা : বাংলার রূপ	হলা চন্দ্র ত্রিপুরা অনুবাদ : কবি নিজে	সাগর ত্রিপুরা
উর্দু	মহেঞ্জোদারো	নওশাদ নূরী অনুবাদ : জাভেদ হুসেন	জাভেদ হুসেন
মারমা	নৈরাসী টাইংখুং লাহ বাংলা : ফাল্গুনের দাবদাহ		নু মং মারমা
মাহাতো	বাঁচার শেষ কামনা	দুলাল চন্দ্র মাহাতো অনুবাদ : কবি নিজে	পলাশ কুমার মাহাতো

অগ্নিগর্ভ উনসত্তর

শহিদ শামসুজ্জোহা ও সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণানুষ্ঠান

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাঙালির স্বাধীকার আদায়ের যে দাবী, তাতে গতি সঞ্চার করেছিল ৬ দফা আর তার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটে উনসত্তরে। উনসত্তরের ফ্রেব্রুয়ারিতে শহিদ হলেন দু'জন দেশপ্রেমিক। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোরে শহিদ হলেন ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক, তিনদিন পর ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা শহিদ হন শিক্ষার্থীদের রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে। তাঁদের স্মরণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশেষ স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২। অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্কুল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, আমরা কেবল দুজন দেশপ্রেমিকের কথা জানব না আমরা জানবো তাঁদের মানবিক মূল্যবোধের কথা, তাদের সহমর্মিতার কথা। তিনি প্রথমে স্মরণ করেন শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হককে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোরে পাকিস্তানি সেনাবহিনীর গুলিতে আহত হন আগরতলা মামলার অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং সার্জেন্ট ফজলুল হক। সার্জেন্ট জহুরুল হক গুলিতে আহত হন এবং তাকে বেয়োনেট দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করা হয়। তাদের নিয়ে যাওয়া হয় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে। সেখানে

কর্তব্যরত সার্জন ছিলেন কর্নেল এম এ মালেক। তিনি ফজলুল হকের কাছে গেলে ফজলুল হক তাকে বলেন আপনি জহুরকে দেখুন, আবার সার্জেন্ট জহুরুল হকের কাছে গেলে জহুরুল হক বলেন আপনি ফজলুল হককে দেখুন। সিদ্ধান্ত নেয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। পরে তিনি সার্জেন্ট ফজলুল হকের চিকিৎসা শুরু করেন, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। জহুরুল হকের মৃত্যুর পর সারা দেশের মতো উত্তাল হয়ে ওঠে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও। ১৭ ফেব্রুয়ারি বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পাকিস্তানি সেনারা ধরপাকড় করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা পাশে দাঁড়ালেন ছাত্রদের। পরদিন ছাত্রদের বিক্ষোভ করার কথা, ড. শামসুজ্জোহা বললেন ছাত্রদের গায়ে গুলি লাগার আগে তাঁর গায়ে গুলি লাগবে। পরদিন পাকিস্তানি সেনারা ছাত্রদের গুলি করতে উদ্যত হলে তিনি এগিয়ে এলেন এবং গুলিতে নিহত হলেন। সেদিন ছাত্রদের গায়ে গুলি লাগেনি। ডা. সারওয়া আলী বলেন আমাদের সার্জেন্ট জহুরুল হকের মতো এমন মানবিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ মানুষ প্রয়োজন, ড. শামসুজ্জোহার মতো ছাত্রবান্ধব শিক্ষক প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের একজন ছাত্রকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি কোন হলে থাক? ছাত্রের উত্তর ছিল জহু হলে, তিনি আবার জিজ্ঞেস করলে জহুরুল হক হলের নামটি ছাত্র বলে কিন্তু শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের সঠিক পরিচয় সে দিতে পারেনি। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। বর্তমানে এই জহুরুল হক হলের নাম শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক করা হয়েছে। তিনি মনে করেন ছাত্রদের পাঠ্যক্রমে তাঁদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য থাকা প্রয়োজন। মুক্তিসংগ্রামের প্রথম শহিদ শিক্ষক বা বুদ্ধিজিবী হিসেবে ড. শামসুজ্জোহার নাম এবং প্রথম শহিদ সেনানী হিসেবে শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের নাম থাকা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অভিযুক্ত কর্নেল (অব.) শামসুল আলম। তিনি মামলায় আটকাবস্থার একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এক কক্ষে ছিলেন এবং মুক্ত হবার আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর অটুট মনোবলের কথা তিনি স্মরণ করেন। শহিদ ড. শামসুজ্জোহার কন্যা সাবিনা জোহা খান ডালিয়া বাবার স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানে আগরতলা মামলা বিষয়ক গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের ভ্রাতুষ্পুত্রী নাজনীন হক মিমি। সবশেষে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী শামা রহমান।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার নির্মাণ ও ইতিহাস জানতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আলোকচিত্রমালা

২০১৪ সাল। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর নিয়ে আমের রাজধানীখ্যাত চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদার্পণ করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রোগ্রাম অফিসার রঞ্জন কুমার সিংহ। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কর্মসূচি প্রদর্শিত হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের আলোকচিত্র' অ্যালবাম প্রদান করেছে। শিক্ষা উপকরণ হিসেবে পাওয়া আলোকচিত্রমালা দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মেলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ কর্নার নির্মাণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ কর্নারের প্রদর্শিত আলোকচিত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারছে।

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার দিক বিবেচনা করে প্রথম পর্যায়ের ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সফরের ফলপ্রসূ পথিকৃত 'বালিয়াডাঙ্গা আদর্শ ডিগ্রী কলেজ' চাঁপাইনবাবগঞ্জ। উক্ত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা মো: সাইদুর রহমান শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানোর জন্য দোতলায় ওঠার সিঁড়িটি ব্যবহার করেন। সিঁড়ির দেয়ালে 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস আলোকচিত্রমালা' বাঁধাই করে টাঙ্গিয়ে দেন, যেন শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে যাবার সময় আলোক চিত্রগুলো লক্ষ্য করে। যার ফলে তারা সহজেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারবে। পরবর্তীতে ইতিহাস জানার উদ্যোগটিকে কাজে লাগিয়ে তৎকালীন জেলা প্রশাসক জেড এম নূরুল হক ডিসি অফিসের সিঁড়ির দেয়ালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আলোকচিত্রমালাটি সুন্দরভাবে বাঁধিয়ে টাঙ্গিয়ে দেন।

দ্বিতীয় বারের মতো ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সফর করে। সেই সফরে আমার আগ্রহে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানোর জন্য 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' করার উদ্দীপনা ও রসদ পায়। এছাড়াও আমার একান্ত অনুরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয় এমন তিনটি প্রতিষ্ঠানে আলোকচিত্রমালা দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠান তিনটির মধ্যে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। প্রতিষ্ঠানটি শ্রদ্ধেয় ট্রাস্টি আলী যাকের-এর স্মরণ সভা চাঁপাইনবাবগঞ্জের নেটওয়ার্ক শিক্ষকগণের সাথে যৌথভাবে সপ্রণোদিত হয়ে করেছিল। দ্বিতীয়টি নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের মহান নেত্রী ইলা মিত্র পাঠাগার। সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিও ইলা মিত্র স্মৃতি পরিষদের সভাপতি বিধান সিং আমাকে তাঁর আগ্রহের কথা বলে ও আলোকচিত্রমালা নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আলোকচিত্রমালা পাবার পর আমার অনুপ্রেরণায় আলোকচিত্রগুলো বাঁধানো ও টাঙ্গানোর জন্য নাচোলের ইউএনও মহোদয়ের কাছে সহযোগিতা চায়। ইউএনও মহোদয়ের একক সহযোগিতায় সম্পূর্ণ বাঁধাই করে ইলা মিত্র পাঠাগারে টাঙ্গিয়ে দেন। তৃতীয় প্রতিষ্ঠানটি চাঁপাইনবাবগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ। সেই প্রতিষ্ঠানটি আলোকচিত্রমালা বাঁধাইয়ের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অনুরোধগুলো রেখে ওই সকল প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য শ্রদ্ধেয় ট্রাস্টিগণ, প্রোগ্রাম অফিসারসহ জাদুঘরের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোহাঃ মোস্তাক হোসেন
নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক
আলীনগর উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

মুক্তিযোদ্ধার ভাষ্য

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সালেহ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সালেহ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম। আমার রাজনৈতিক জীবনের শুরু পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন দিয়ে। ১৯৬২ সালে আমি ক্লাস সেভেনের ছাত্র। আমার মনে আছে, আমরা শিক্ষা আন্দোলন নিয়ে যখন রাস্তায় নামি, তখন প্রতি দোকানে আয়ুব খানের ছবি রাখতে হত। আমরা একটা ওষুধের দোকান থেকে আয়ুব খানের ছবি নিয়ে ভেঙ্গে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেই, আমাদের ধরপাকড় হয়, দু-চারদিন হাজতে থাকতে হয় তারপর ছাড়া পাই । উনসত্তরে আমি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে পড়ি। সত্তরের নির্বাচনের সময় আমরা জনগণকে বোঝাতাম যে কীভাবে পাকিস্তানিরা আমাদের শোষণ করছে। মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যার পর শুরু হয়ে রাত পর্যন্ত চলত। তারপর ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। আমাদের রেডিও ছিল না, আমার প্রতিবেশী এক হিন্দু পরিবার ছিল, তাদের ছাদে উঠলাম, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুরু হয়ে গেল দেড় থেকে দু মিনিটি তারপর ভাষণ প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হল। আমরা বের হয়ে মিছিল শুরু করে দিলাম। আমাদের শেরপুর শহরের পৌরসভায় তখন হিন্দু-মুসলিমের অনুপাত সমান ছিল । তাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা ২৫ তারিখ রাত থেকে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে পাহারা দিতাম । ব্রহ্মপুত্র নদে পারাপারের জন্য নৌকা চলাচল করত। ৯ এপ্রিল পাকিস্তান বাহিনী হেলিকপ্টার থেকে এলএমজি দিয়ে ফায়ার করে সেখানে ১৪ জন লোককে মেরে ফেলে। এরপর যখন টাংগাইল হয়ে শেরপুরের দিকে পাকিস্তান আর্মি আগায়, আমরা থানায় গিয়েছি আমাদের ইউএনও, এমপি সাহেবদের নিয়ে, থানা থেকে আমাদের অস্ত্র দিয়েছে, সেই অস্ত্র দিয়ে কিছু আনসার, মুজাহিদকে কালিহাতীতে পাঠিয়ে দিলাম। শেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায় বেশি, ২১ এপ্রিল রাতে আমাদের নেতৃবৃন্দসহ সুরেন্দ্র মোহন সাহার বাসায় আলোচনায় বসলাম, হিন্দু সম্প্রদায়কে নিরাপদে ভারতে পাঠানোর জন্য। বিএসএফ এর সাথে যোগাযোগ করলে তারা বলে যে গ্রিন সিগন্যাল পেলে জানিয়ে দেবে। তাদের ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পর ২১ এপ্রিল সিদ্ধান্ত হয় শেরপুরে যত বাস ট্রাক আছে সেগুলো দিয়ে আমারা তাদের বর্ডার পার করে দিব। নারায়ণপুর এলাকার চারটি পরিবারকে পার করার দায়িত্ব পড়লো আমার ওপর, নিরাপদে তাদেরকে পার করে দিয়ে এলাম। পরবর্তীতে আমরা ২৫ তারিখে সিদ্ধান্ত নিলাম আমরাও চলে যাবো। ওখানে গিয়ে আমরা সি পি আই অফিসে আশ্রয় নিলাম। যখন ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল প্রথম ট্রেনিং মিস করলাম। কেউ যাচ্ছে না, তারা কমিউনিস্টদের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় ট্রেনিং শুরু হলে আমি বললাম আমি তোমাদের সাথে নাই, আমি একা ইয়ুথ ক্যাম্পে গেছি, হঠাৎ করে ১২ জন এলো, তাদের সাথে চলে গেলাম ট্রেনিংয়ে মেঘালয়ের তোরায়, ট্রেনিং শেষ করে আমি আর শেরপুরের সাত জনের পোস্টিং হলো বারংবাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার ভিতরে মাচ্যাঙপানিতে। আমাদের কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন নেভির অবসরপ্রাপ্ত আলী হোসেন। আমরা প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশে ঢুকে ভোগাই নদীর পূর্ব পারে তোনতল নাম একটা গ্রামে আরফান মাস্টার সাহেবের বাড়ি যেতাম, উনিও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এখানে পাক আর্মি ক্যাম্প করেছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার নেতৃত্বে ১১ থেকে ১৫ জন গেলাম। আমাদের কাছে ছিল একটা এলএমজি, এসএলআর, আর আমার কাছে এসএমজি আর মার্ক-ফোর, মার্ক-থ্রি রাইফেল আর কিছু গ্রেনেড। নদীর পারে আমরা পজিশন নিয়ে ফায়ার শুরু করলাম। হঠাৎ করে ওরা টু-ইঞ্চ মর্টারে শেল ছোড়া শুরু করলে আমরা ব্যাক করা শুরু করলাম। প্রথম বড় অপারেশনটা হলো হালুয়াঘাটের সাথে ময়মনসিংহের সংযোগকারি নাগলা ব্রিজ ওড়ানো। সন্ধ্যায় রওয়ানা দিলাম আমরা, নাগলায় গিয়ে ব্রিজের দুই পাশে এক্সপ্লোসিভ ফিট করে চলে এলাম, পরে খবর পেলাম ব্রিজ ভেঙ্গে গেছে। পরবর্তীতে ৬ আগস্ট নির্দেশ এলো বান্ধরঘাটা বিওপি আক্রমণ করার। আমরা ৫ আগস্ট মাচাংবাড়ি থেকে ইন্ডিয়ান বিএসএফ ক্যাম্প ডোমিনিকণা পৌঁছালাম। এক প্লাটুনকে পাঠানো হয় হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ থেকে পাকিস্তান বাহিনী আমাদের আক্রমণ করলে ঠেকিয়ে রাখার জন্য। বাকিরা তিনদিক থেকে বান্ধরঘাটায় আক্রমণ করবো। বিএসএফ-এর সাথে কথা হলো, তারা আমাদের শেলিং সপোর্ট দিবে। ক্যাম্পটার দেড়শো গজ আগে একটা খাল আছে, খালটা আমরা নিরাপদে পার হয়ে গেলাম। সামনে একটা জমির আল, ওখানে গিয়ে পজিশন নিলাম। এর মধ্যে ওরা গুলি শুরু করে দিয়েছে। আবুল হোসেন নামে আমাদের সাথে একটা ছেলে ছিল ও ক্রলিং না করে দৌড়িয়ে আসছিল, একটা ব্রাশফায়ার করে পড়ে যায়। আমার ডান পাশে ঝিনাইগাতি উপজেলার পরিমল নামে একটা ছেলে আর বাম পাশে হালুয়াঘাটের একটা ছেলে। পরিমল দাদা ওই ওই দেখা যায় বলে মাথা-টা উঁচু করেছে আর একটা গুলি এসে মাথায় লেগে পিছন দিক দিয়ে চলে যায়, বাম পাশের জনও মাথা উঁচু করার পরে শেষ। আমি মাঝখান থেকে বেঁচে আছি। এদিকে খবর পেলাম যে আমাদের কাটঅফ পার্টির আজিজ শহিদ হয়েছে। কিন্তু হালুয়াঘাট থেকে আসা সৈন্যদের সে আসতে দেয় নি। আমাদের প্রায় আট জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। ৬ আগস্ট ১৯৭১ বান্ধরঘাটার যুদ্ধের কথা জয় বাংলা পত্রিকায় আছে। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকেও প্রচার করা হয়। আমরা দখল করতে পারি নি কিন্তু তাদের ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ করেছিলাম। আরেকবার, সম্ভবত সেপ্টেম্বরে হবে, আমরা ভাবলাম নকলা থানাকে মুক্ত করব। তখন আমাদের কোম্পানি কমান্ডার হয়েছেন আব্দুল হক চৌধুরী। একদিন নকলা আক্রমণ করলাম। দখল করা সম্ভব না, আক্রমণ করে তাদের তটস্থ করা, জানান দেয়া মুক্তিযোদ্ধারা সক্রিয় আছে। কয়েকদিন থাকলাম, এর মধ্যে টাঙ্গাইল থেকে কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর বেশ কিছু লোক আসে, তাদেরসহ আমরা চার পাঁচদিন পর ইন্ডিয়া ব্যাক করি। এরপর নাইলতাবাড়ি আক্রমণ। ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ নির্দেশ এলো ব্যাগ এন্ড ব্যাগেজ ঢুকে পড়। নাইলতাবাড়ি পর্যন্ত নির্বিঘ্নে এলাম। নাইলতাবাড়ি থেকে তখন পাক বাহিনী পিছিয়ে গেছে, আমরা নকলার উদ্দ্যেশ্যে রওয়ানা দিলাম। নকলাতে পাকবাহিনীর সাথে আমাদের যুদ্ধ হলো। বেশ কিছু রাজাকার ধরা পড়ে, প্রায় ১২০ জনের মত। পাক বাহিনী আগেই ভেগে যায়। ওদেরকে ওখানে কাস্টডিতে রেখে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে পেয়ারপুর রেলস্টেশনের উঠলাম। ওখান থেকে হেটে মুক্তাগাছায় যেতে আমাদের সন্ধ্যা হয়। পরে দুইটা তিনটা বাস নিয়ে আমরা ময়মনসিংহ গেলাম সম্ভবত ১১ তারিখ। মময়নসিংহ থেকে ১৩ তারিখ রাত্রে টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় আমরা চন্দ্রার মোড় হয়ে নবীনগর মোড়ে আসলাম। ইন্ডিয়ান ট্রুপসও আসছে। ভোরে খবর এলো চন্দ্রা ও নবীনগরের মাঝামাঝি একটা জায়গা দিয়ে পাকিস্তানি ট্রুপস ঢাকায় ঢোকার চেষ্টা করছে। এদেরকে কোনোভাবেই ঢাকায় ঢুকতে দেওয়া যাবে না। আমরা তাড়াতাড়ি চলে গেলাম। গিয়ে ৩৯ জনকে আমরা স্পটে ধরে ফেলি, বাকিরা উত্তরদিকে গিয়ে পজিশন নিল । আমরা গিয়ে সাদা কাপড় উড়িয়ে, বাংলায়, ইংরেজিতে, হিন্দিতে, উর্দুতে তাদের সারেন্ডার করার জন্য বললাম। শেষে আমরা টুইঞ্চ মর্টার দিয়ে শেলিং শুরু করলাম। ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ১৭ ডিসেম্বর সকালবেলা আমরা একটি গাড়ি পেয়ে গেলাম, আমি আর রশিদ গাড়ি নিয়ে বের হলাম। শহিদ মিনার, ফুলবাড়ীয়া রেলস্টেশন, তেজগাঁও বিমানবন্দর ইত্যাদি ঘুরে টুরে আমরা ফিরে এলাম। তারপর ময়মনসিংহ হয়ে শেরপুর ফিরি।

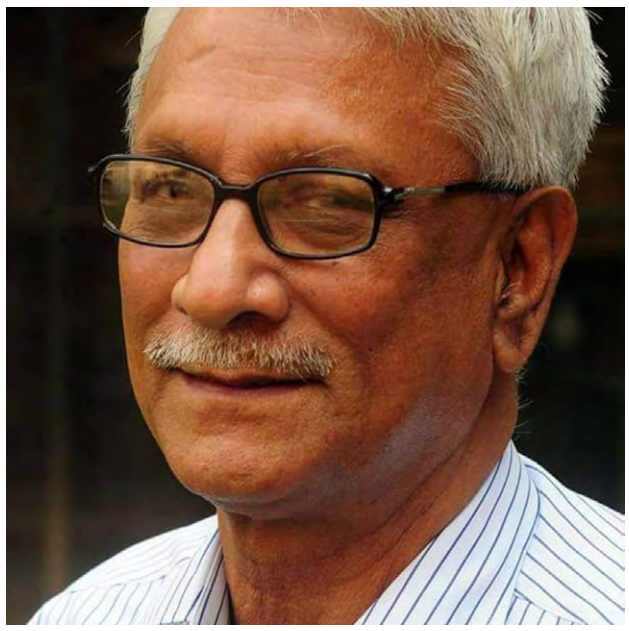

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী

সেলাইঘর

৮ মার্চ ২০২২

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে নারীর যেমন ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণ, তেমন স্বাধীন বাংলাদেশে সামাজিক মুক্তি, অর্থনৈতিক মুক্তি, সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জনেও নারীরা রাখছেন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পোশাক শিল্প খাত এবং পোশাক শিল্পের বিকাশে নারী শ্রমিকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট নারীরা যে কেবল দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন তা নয় পাশাপাশি তারা নারীর মুক্তি এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এবছর ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাই আয়োজন করে বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর। প্রামাণ্যচিত্রের নাম ‘সেলাইঘর’, পরিচালক শবনম ফেরদৌসী। সেলাইঘর প্রামাণ্যচিত্রটি পোশাক শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের, হোক না সে একটি কারখানার মালিকপক্ষ কিংবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অথবা নিতান্ত শ্রমিক, প্রতিদিন একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিপরীতে লড়াই করে টিকে থাকার এবং নিজের অবস্থান তৈরি করে নেবার কাহিনী তুলে ধরে। প্রদর্শনী শেষে পরিচালক শবনম ফেরদৌসী বলেন বলেন প্রায় দশ বছর আগে তৈরি করা হয় এই প্রমাণ্যচিত্রটি, কিন্তু এতদিন এটা কোথাও প্রদর্শনীর সুযোগ হয়নি। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ধন্যবাদ জানান বিশেষ এই দিনটিতে প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য। প্রমাণ্যচিত্রের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে তিনি দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। দর্শকদের সাথে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।

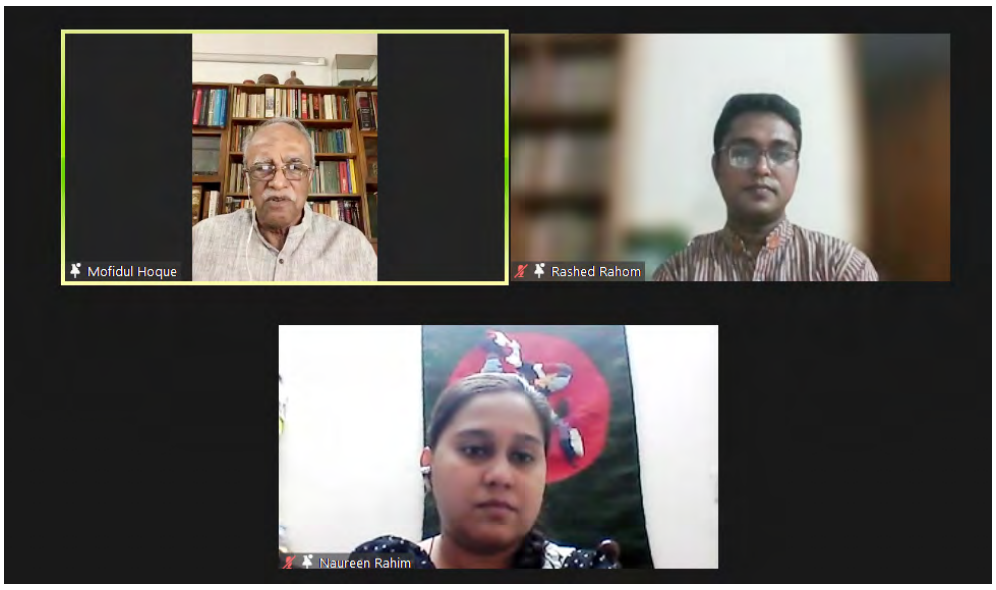

‘বায়ান্ন, বাংলায় ছাত্র হত্যাকাণ্ড এবং এলিস কমিশনের ভূমিকা’ বিশেষ ওয়েবিনার

ভাষা শহিদের স্মরণে ‘বায়ান্ন, বাংলায় ছাত্র হত্যাকাণ্ড এবং এলিস কমিশনের ভূমিকা পর্যালোচনা’ শীর্ষক বিশেষ ওয়েবিনার গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যা ৭টায় আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস। উক্ত ওয়েবিনারের বক্তা হিসেবে ছিলেন রাশেদ রাহম।

রাশেদ রাহম বলেন, এলিস কমিশন রিপোর্ট এই জাতির একটি ঐতিহাসিক দলিল। বায়ান্ন, বাংলায় ছাত্র হত্যাকাণ্ড এবং এলিস কমিশনের ভূমিকা পর্যালোচনার এক পর্যায়ে তিনি তার অনূদিত ‘২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ছাত্র হত্যাকাণ্ড: এলিস কমিশন রিপোর্ট’ বইটির সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই রিপোর্টে ২১ ফেব্রুয়ারির প্রতিটি ঘটনা অবিকল তুলে ধরা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক দলিল অনুবাদের কারণ হিসেবে তিনি বলেন, এই বইটির সিদ্ধান্ত হয়ত আমাদের বিরুদ্ধে যায় বলে অথবা এটি আইন সংক্রান্ত বই বলে এই বইটির অনুবাদ বের করা হয়নি এতদিন। এছাড়াও রিপোর্টটিতে এলিসের বিচারক হিসেবে ব্যর্থতার কারণ সমূহও সুনিপূনভাবে তুলে ধরা হয়েছে বলে তিনি জানান।

বক্তা রাশেদ রাহম আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক বিভিন্ন জ্ঞানান্দোলনের সঙ্গে। জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশনে জ্যেষ্ঠ গবেষণা নির্বাহী এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (বিলিয়া)-এর রিসার্চ ফেলো হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন। আইন-সাময়িকী লিগ্যাল ইস্যুর নির্বাহী সম্পাদক। বর্তমানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আইন-পরামর্শক হিসেবে কর্মরত। তার প্রধান গবেষণা-আগ্রহের বিষয় আইনের ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব। কয়েকটি গবেষণা-নিবন্ধ (মূল ও অনুবাদ) প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ছাত্র হত্যাকাণ্ড: এলিস কমিশন রিপোর্ট (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০১৮), সমাজ রাষ্ট্র বিবর্তন : জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক বক্তৃতামালা (সহ-সম্পাদনা, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৯)।

স্মৃতিকথায় মুক্তিযুদ্ধ

Birth of Bangladesh: Eyewitness Memories

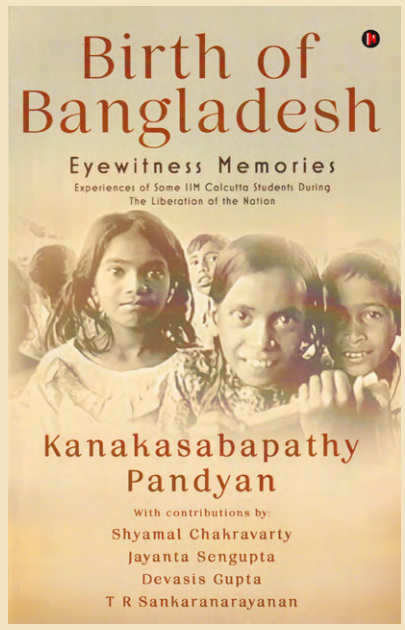

‘This book is not meant to be a historically detailed record of the momentous events of December 1971. This book is not a reasoned political or Socioeconomic analysis of those events. Also, This book does not attempt to be a comment or a description of the events in 1971 or in the years prior to or after the war.’ বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম ঘিরে যেমন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গন সরব ছিল তেমনি বিভিন্ন দেশের জনগণ নানাভাবে যুক্ত হয়েছেন, সমব্যাথী হয়েছেন বাঙালির সংগ্রামের। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও তাঁরা সেই স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলছেন। ১৯৭১ সালে ভারতের কয়েকজন তরুণ, যারা প্রত্যেকেই ছিলেন ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, কলকাতার ছাত্র, ১৯৭১-এ তাঁরা ভর্তি হলেন ইন্সটিটিউটে, একই সাথে তারা মুখোমুখি হলেন কলকাতার সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশী শরণার্থীদের দুর্দশার সাথে। তাদের কেউ কেউ ভারত সরকার, অক্সফাম ও কারিতাসের সহায়তা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে বনগাঁ এবং পেট্রাপোলের শরণার্থী শিবির শিবির পরিদর্শন করে। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হবার দুদিন পর এই তরুণদের ৪ জনে একটি দল বাংলাদেশে আসেন। তাদের নির্দিষ্ট কোন ভ্রমণ পরিকল্পনা, পথনির্দশনা, পরিবহন ছিলো না, তারা যশোর হয়ে ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, দর্শনা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা হয়ে ভারতে ফিরে যান। তাদের অভিজ্ঞার ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে সাদর সম্ভাষণ আর আপ্যায়ণ, বিপরীত অভিজ্ঞাও তারা অর্জন করেছে। বইটি তাদের সেই অভিজ্ঞতারই বর্ণনা বা মৌখিক ভাষ্য।

বঙ্গবন্ধুর জাপান সফর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জয়ন্তী উদযাপন করছি। এছাড়াও মুজিব শতবর্ষের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে বিশেষ এই প্রদর্শনীর আয়োজক জাপান দূতাবাস বিশেষত জাপানের রাষ্ট্রদূতকে আমি ধন্যবাদ জানাই।” জাপানকে বঙ্গবন্ধু উন্নয়নের দৃষ্টান্ত মনে করতেন উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন জনবহুল জাপান খুব বেশি প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী না হয়েও কিভাবে উন্নয়নের শিখরে আরোহন করেছে সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর আগ্রহ ছিলো। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে জাপানের মতো উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। গত ৫০ বছরে জাপানের সহায়তায় বাংলাদেশ অনেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে পাশে থাকায় তিনি জাপান সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশস্থ জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি বলেন, ‘‘জাপান-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমরা জাপান দূতাবাসে রক্ষিত ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর জাপান সফরের’ ৫০টি দুর্লভ আলোকচিত্র প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নেই। দর্শনার্থীরা এই প্রথম এসব দুর্লভ আলোকচিত্র একসাথে দেখার সুযোগ পাবেন।’’

‘‘১৯৭৩ সালের ১৮ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জাপান সফর করেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা ও কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান জাপানের অনেক ঐতিহাসিক স্থান সফর করেন, টোকিওতে প্রধানমন্ত্রী তানাকা তাকওয়ের সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রী তানাকা তাকওয়ে দেশ গঠনে জাপানের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সেই থেকে বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে জাপানের সম্পৃক্ততা আজও অব্যাহত আছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল ভাই এবং প্রদর্শনীর কিউরেটর আমেনা আপা ও তাঁর টিমের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।’’ বাংলাদেশের নাগরিকরা পরিবারসহ প্রদর্শনী দেখতে আসবেন এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি সবাইকে প্রদর্শনী দেখার আহবান জানান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে জাপানের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন ‘‘ঐতিহ্যগতভাবে জাপানের জনগণের সাথে বাংলাদেশের জনগণের বন্ধুত্বপূর্ণ যে সম্পর্ক ছিল তা মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাঙালিদের সংগ্রাম এবং দুর্ভোগের সময়ে জাপানের জনগণ বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরের ৫০ টি দুর্লভ আলোকচিত্র শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরকে তুলে ধরছে না এর পাশাপাশি জাপান সরকার ও জনগণের সাথে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের আন্তরিক সম্পর্কের চিত্রও ফুটে উঠেছে। এই সফরে কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। শেখ রাসেলের অনেক আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে যা আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।’’

উদ্বোধন ও পরিদর্শন

উদ্বোধনী সভাশেষে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন।

‘‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জাপান সফর ১৯৭৩’’ শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীটির কিউরেশন ও শিল্প নির্দেশনা দিয়েছেন আমেনা খাতুন, কিউরেটর আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে। ছবির উপস্থাপনা ও সজ্জা প্রধান অতিথি ও জাপানি রাষ্ট্রদূতের প্রশংসা অর্জন করে।

১৯৭১ সালে জাপান সরকার বাংলাদেশে আর্থিক ও মানবিক সহায়তা পাঠায়। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইসাকু সাতোর আনুষ্ঠানিক অভিবাদন ও বন্ধুত্বের আহবানের মধ্য দিয়ে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৩ সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাকুয়েই তানাকার আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাপান সফর করেন। এ সময় দুই দেশের সম্পর্ক নতুন বন্ধনে উন্নীত হয়। এর ধারাবাহিকতায় দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন ক্রমে বিকশিত হয়ে চলছে। জাপান-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনী দুই দেশের সম্পর্কের সূচনাকালের স্মৃতি ধারণ করেছে। একই সাথে জাপানের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও অতিথিপরায়ণতার পরিচয় মেলে ধরে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জাপানের সম্রাট, সরকার প্রধান ও নাগরিকদের আন্তরিক ভালোবাসার পরিচয় ফুটে উঠেছে এই প্রদর্শনীতে।

-আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে বিভাগ

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

৯ মার্চ ২০২২ বিসিএস কর একাডেমির ২০ জন প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

১০ মার্চ ২০২২ বাংলাদেশস্থ জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শন করেন

৯ মার্চ ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব রঞ্জিত কুমার দাস জাদুঘর পরিদর্শন করেন

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর-এর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার এম এম মোয়াজ্জেম হোসেন এসইউপি (বার), এ এফডব্লিউসি, পিএসসি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

পর্দা উঠলো ১০ম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর

শাহরিয়ার সৈকত

১১ই মার্চ, ২০২২ বিকাল পাঁচটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে শুরু হলো দশম মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব, ২০২২। এবারের প্রামাণ্যচিত্র উৎসবে ১৪৬টি দেশ থেকে প্রায় ২২০০টি চলচ্চিত্র এসেছে যার মধ্য থেকে ৪৮টি দেশের ১৪০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে এ বছর উৎসবটি অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

১০ম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ। রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উৎসব পরিচালক তারেক মাহমুদ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রয়াত ট্রাস্টিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অতিথিরা প্রামাণ্যচিত্র কীভাবে তরুণ প্রজন্মকে মুক্তচিন্তার অধিকারী হয়ে উঠতে এবং স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে তা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্রগুলো ছড়িয়ে দেয়ার আশা ব্যক্ত করেন তথ্যমন্ত্রী। পাঁচ দিনের উৎসবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভাগে ছবি প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বাংলাদেশি অনধিক এক ঘণ্টার প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় এ বছর বিচারক হিসেবে আছেন– জার্মান প্রবাসী প্রখ্যাত বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা শাহিন দিল রিয়াজ আহমেদ, শিল্পী ও শিল্প সমালোচক মোস্তফা জামান এবং অভিনয় শিল্পী বন্যা মির্জা। অনধিক এক ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য তিনজন বিচারক থাকছেন পাকিস্তানি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা আম্মার আজিজ, নিউজিল্যান্ডের ডকএজ প্রামাণ্যচিত্র উৎসবের পরিচালক এলেক্স লি. এবং বিলাতের শীর্ষস্থানীয় প্রামাণ্যচিত্র উৎসব শেফিল্ড ডকফেস্টের মিতা সুরি। উৎসবের শেষ দিন ১৫ মার্চ বিকেলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিজয়ী প্রামাণ্যচিত্র দুটোর নাম ঘোষণা করা হবে। জাতীয় পর্যায়ের ছবির জন্য এক লাখ টাকা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য এক হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার প্রদান করা হবে।

নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি ৪ টি প্যানেল আলোচনা ও নির্মাতাদের সাথে প্রশ্নোত্তর নিয়ে বর্ণিলভাবে সেজেছে এবারের উৎসব। এবারের উৎসবে http://festival.liberationdocfestbd.org/ ছবি দেখা যাচ্ছে।

৩৮তম নেটওর্য়াক শিক্ষক সম্মিলনী

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

পারে তা নিয়ে শিক্ষকরা আলোচনা করেন। শিক্ষকদের আলোচনায় স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণার বিষয়টি অত্যাধিক গুরুত্ব পায়। তারা বলেন, জামালপুর আঞ্চলিক জাদুঘর নির্মাণে প্রয়োজনীয় গবেষণার সকল পর্যায়ে তারা সাধ্যমত ভূমিকা রাখবেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষকদল জামালপুর এবং শেরপুর জেলায় মাঠপর্যায়ে গবেষণা করতে গেলে তারা শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পাবেন।

দুটি ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকের পর সম্মিলনীতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দ অনলাইনে ও সশরীরে আবারও জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে মিলিত হন। সম্মিলনীর শেষ পর্যায়ে সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। এ অংশে জামালপুর ও শেরপুর জেলার ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করেন সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মো: হায়দার। তিনি জামালপুর জেলার ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, প্রশাসনিক বিবর্তন ও যমুনা অববাহিকার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন। জামালপুরের বিখ্যাত চৈতন্য নার্সারি ও ঈশ্বরচন্দ্র গুহ-এর কীর্তি তুলে ধরে তিনি এ সকল ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে জামালপুর আঞ্চলিক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শনীর বিষয়ে আলোচনা করেন। সারসংক্ষেপ উপস্থাপন পর্বে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক ফকির মো: রেজাউল করিম। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে ব্যক্তিগতভাবে এবং বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ফকির মো: রেজাউল করিম ব্যক্তিগতভাবে জাদুঘরের একটি স্মারক ইট ক্রয়ের ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইউনিট ১ ও ২ গত ১১ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ জামালপুর এবং শেরপুর জেলা পরিভ্রমণ করে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

আর্কাইভ ও ডিসপ্লে বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

প্রহ্লাদ সাহা (১৭ জুন, ১৯৩৩ – ২৮ মার্চ, ১৯৭১) এবং বিউটি বোর্ডিং-এর ১৬ শহীদ

ব্যবসায়ী প্রহ্লাদ সাহা তাঁর ভাই নলিনী সাহাকে নিয়ে ১৯৪৯ সালে পুরনো ঢাকার শ্রীশ দাস লেনে বিউটি বোর্ডিং-এর পত্তন ঘটান। সাবেকী এক বাড়িতে প্রশস্ত সবুজ আঙিনা নিয়ে পরিচালিত এই হোটেল ও রেস্টুরেন্ট অচিরে ঢাকার শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অভিনেতা, সংস্কৃতিসেবীদের মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে খ্যাতমান অনেকে এককালে বিউটি বোর্ডিং-এর আড্ডায় শরিক ছিলেন এবং তাঁদের লেখালেখিতে এর প্রতিফলন মেলে। ২৮ মার্চ পাকিস্তানি সেনাদল বিউটি বোর্ডিং-এ আক্রমণ চালিয়ে প্রহ্লাদ সাহাসহ ষোলজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, মাড়োয়ারি ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের বাঙালি। এঁদের মধ্যে ছিলেন অভিনেতা (শামস্ ইরানী, জোসেফ কেরায়া), প্রকাশক (হেমন্ত সাহা), চিত্রশিল্পী (হারাধন বর্মণ), শিক্ষক (প্রভাত সাহা), খেলোয়াড় (অহীন্দ্র চৌধুরী) প্রমুখ।

প্রহ্লাদ সাহারব্যবহৃত থালা ও গ্লাস

দাতা: তারকনাথ সাহা

মামুন মাহমুদ (১৭ নভেম্বর, ১৯২৮ –২৬ মার্চ, ১৯৭১)

চট্টগ্রামের এক আলোকিত পরিবারে মামুন মাহমুদের জন্ম। তাঁর মা শামসুন্নাহার মাহমুদ ছিলেন শিক্ষার মাধ্যমে নারীমুক্তি অর্জন প্রয়াসে নিবেদিত ব্যক্তিত্ব। একই আদর্শে লালিত হন পুত্র মামুন মাহমুদ। ১৯৭১ সালে তিনি কর্মরত ছিলেন রাজশাহী রেঞ্জের পুলিশের ডিআইজি পদে। অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা থেকে তিনি তাঁর আবাসভবনে উড়িয়েছিলেন কালো পতাকা। ২৬ মার্চ মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে স্থানীয় পাকিস্তানি সেনা-ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। বলা হয় যে, রংপুর ক্যান্টনমেন্টের প্রধান ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ ওয়ারলেসে জরুরি আলাপ করবেন। এরপর তিনি আর ফিরে আসেননি, তাঁর লাশও মেলেনি।

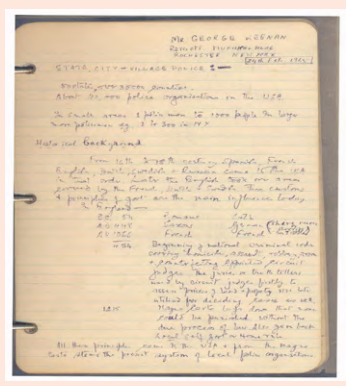

মামুন মাহমুদ- এর ব্যবহৃত ইউনিফম এবং তাঁর ডায়েরি

দাতা: ড. জেবা মাহমুদ

১৩ মার্চ ২০২, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ বাংলাদেশ আয়োজিত কোর্সে ট্রাস্টি মফিদুল হক বক্তব্য প্রদান করেন

সমমর্মিতা ও আত্মদানে পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা

১৯ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সমমর্মিতা ও আত্মদানের তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, 'একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলাই ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূল্যবোধ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, কোয়ান্টামও এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথাই বলে। কোয়ান্টামের মূল ভিত্তি হলো মানুষের ভেতরের শক্তিকে জানা, বোঝা এবং জাগ্রত করে তোলা। এই শক্তিটা উৎসারিত হয় অপরের প্রতি সমমর্মিতা এবং সমাজের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা থেকেই।
এই সমমর্মিতা ও বিপুল আত্মদানের মধ্য দিয়েই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বহু পরিবারের সন্তানের রক্ত শহিদের রক্ত হয়ে মিশে গেছে এ মাটিতে এরকম একটা রক্তের উত্তরাধিকার নিয়ে আমাদের দেশটার জন্ম। এ যেন আমরা রক্ষা করতে পারি–এই হোক আমাদের প্রত্যয়।'

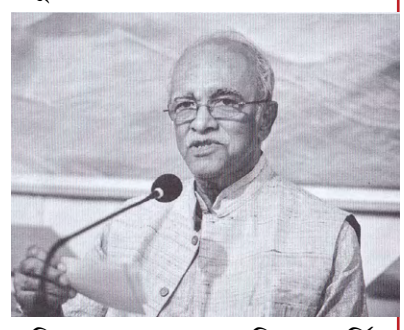

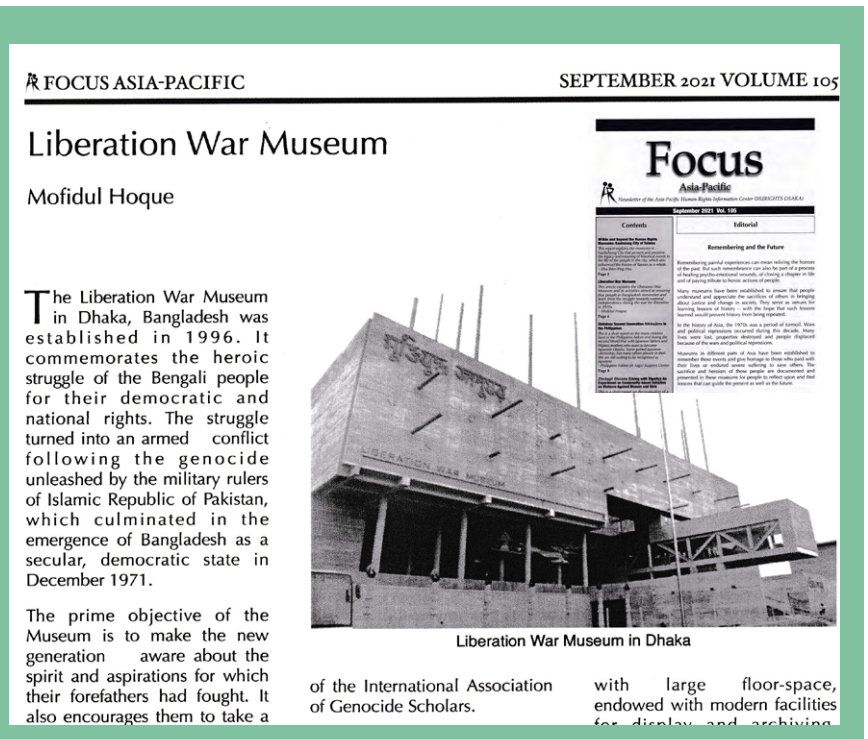

FOCUS ASIA-PACIFIC SEPTEMBER 2021 VOLUME 105

Liberation War Museum

Mofidul Hoque

The Liberation War Museum in Dhaka, Bangladesh was established in 1996. It commemorates the heroic struggle of the Bengali people for their democratic and national rights. The struggle turned into an armed conflict following the genocide unleashed by the military rulers of Islamic Republic of Pakistan, which culminated in the emergence of Bangladesh as a secular, democratic state in December 1971.

The prime objective of the Museum is to make the new generation aware about the spirit and aspirations for which their forefathers had fought. It also encourages them to take a

Liberation War Museum in Dhaka

of the International Association of Genocide Scholars.

with large floor-space, endowed with modern facilities

এশিয়া প্যাসিফিক হিউম্যান রাইটস ইনফরমেশন সেন্টার প্রকাশিত সংবাদ বুলেটিন 'ফোকাস'-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ

মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্লড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে–The message of this historic speech is still relevant today for countries around the world, who fall to establishing an inclusive democratic society that effectively address the political aspirations of various ethnic, linguistic, cultural or religious group within their territory. অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশস্থ ইউনেস্কোর প্রতিনিধি মিজ বিয়াত্রিস কালডুন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণকে ইউনেস্কোর বিশেষ স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষে যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন– The Historic 7th March Speech of Bangabandhu has been carefully selected as it very well highlights the perspectives of SDG 10, reduced inequalities and ways the historic speech contributed to redueced ineqalities. স্মৃতি সংরক্ষণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের সাথে তা ভাগ করে নেবার গুরুত্ব তিনি তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, 'The Historic 7th March Speech was an important moment showing that the embracement and inclusion of different social groups holds vital significance for a nation to stand fully. (Mujib›s) Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman›s speech well represented liberal values and emphasized the need for cohesion. Through his speech he delivered a statement that all members of a society, whether Bengali or not, should all be united and embraced, and that inequality must be eased within and amongst communities. সাবেক মুখ্যসচিব ও মুখ্য সমন্বয়ক এসডিজি জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এসডিজির সাথে সম্পৃক্ত করে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তাৎপর্য তুলে ধরেন। কোরিয়া থেকে জুম লিংকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ধন্যবাদ জানান আইসিডিএইচের গবেষণা বিভাগের প্রধান সিউং চিউল লী এবং গ্রন্থের সম্পাদক আংজি কিম। জয়িতার কণ্ঠে পরিবেশিত মুক্তির গান দিয়ে সমাপন ঘটে আয়োজনের।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official